দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 5

167

শিক্ষাঙ্গন

দেশ গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা

জাতীয় উন্নয়নে ছাত্র সমাজের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতিগঠনমূলক কাজে সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমগ্র জাতিকে এগিয়ে আসতে হবে কর্মের মনোভাব নিয়ে। ছাত্র সমাজ আমাদের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই, জাতীয় উন্নয়নে তথা জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন কাজে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কতিপয় স্বার্থান্বেষী, জড়বাদী আদর্শবর্জিত ও নৈতিকতাহীন রাজনৈতিক দল তাদের অসৎ ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করছেন। এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ বিগত বৎসরগুলোর ঘটনাবলী ও শিক্ষাঙ্গনের সাম্প্রতিক চিত্র এর বাস্তব প্রমাণ। এ সবের ফলে আমাদের শিক্ষাঙ্গন হয়েছে কলুষিত, জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটেছে এবং ছাত্র সমাজকে বিপথগামী করে সম্ভাবনাময় জাতীয় সম্পদকে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্র জীবনের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী না হয়ে ছাত্র সমাজ হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। আত্মপ্রত্যয়হীন ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষার সময় তথা নকলের আশ্রয় নিচ্ছে। ভবিষ্যত আশা-ভরসা ছাত্র সমাজ ভবিষ্যতের হাল ধরতে অযোগ্য হয়ে অথর্ব হয়ে উঠছে। এ অবস্থার নিরসনকল্পে সাধারণ ছাত্র সমাজ তাদের জাতির মান-সম্ভ্রম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং তারা তাদের প্রধান কর্তব্য— পাঠের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে আগ্রহী। দেশ ও জাতিকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার কাজে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজকে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তাদের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে সত্যাদর্শের প্রতি আনুগত্য ও দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের সেতুবন্ধন করা। নিরক্ষরতার মত জাতীয় অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তিদানে ছাত্র সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। আমাদের দেশে ৭৪% ভাগ জনসংখ্যা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ৬৮ হাজার গ্রামে বসবাসরত ৯০% জনগোষ্ঠীর ৮৫% ভাগই নিরক্ষর। এ ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী যে কোন উদ্যোগের সাথে একাত্ম হয়ে ছাত্র সমাজ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন ছুটির সময়ে বা শিক্ষাগ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে পরিকল্পিত উপায়ে নিরক্ষরদের সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। ছাত্ররা স্থানীয়ভাবে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র বা গণশিক্ষার কাজে অংশগ্রহণপূর্বক নিরক্ষরতার অন্ধত্ব মোচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। পরমুখাপেক্ষিতা একটি জাতীয় অভিশাপ। এ লক্ষ্যে আমাদের ছাত্র সমাজ কৃষক ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্রিয় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে। সবরকম জাতীয় অপচয় রোধেও ছাত্র সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

ছাত্র জীবন গঠনের উৎকৃষ্ট সময়। এ সময়টি অবহেলিত হলে অনুতাপের শেষ থাকে না। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার সৃষ্টিতেও বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ ভয়াবহ প্রবণতা রোধে সংশ্লিষ্ট সর্বমহলের সক্রিয় সহযোগিতা ও পদক্ষেপ একান্তই কাম্য।

—মোঃ আবদুস সাত্তার